যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (১)

কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা

এসডিজি বাস্তবায়নে দলিত যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার সম্ভাবনা, সমস্যা ও কারণীয়-

ভূমিকাঃ বিশ্বের প্রায় সর্বত্র একদল মানুষের উপর আর এক দল মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার ভিত্তিতে সামাজিক বিভক্তি রয়েছে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে এই বিভক্তি ঘটে জন্ম ও পেশাগত কারণে। দলিত শব্দটি এসেছে 'দলন' থেকে যার শাব্দিক অর্থ 'দলন কার'। 'দলন' বলতে আমরা বুঝি কাউকে বা কোন কিছুকে গায়ের জোরে বশ মানিয়ে উঠতে না দেওয়া। দলিত শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন মহারাষ্ট্রের আম্বেদকরপন্থীরা। 'দলিত' তারাই যারা হাজার হাজার বছর ধরে ধর্মের নামে ও অন্যান্য কারণে অর্থনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে শোষিত ও নির্যাতিত জনগণ।

বাংলাতেশে দুই ধরনের 'দলিত' সম্প্রদায় রয়েছে। ১) বাঙালি দলিত ২) অবাঙালি দলিত।

বাঙালি দলিত বলতে-ঋষি, নমঃশূদ্র, কামার, কুমার, নট, ভুঁইমালি, সূত্রধর, তেলি, পাড়ই, কৈবর্ত, কায়পুত্র, নিকারী, শিকারী, কাপালি, হাড়ি, পোদ, কুলু, বাউরি, বাগদি, কাহার, বাছাড়, মেছো, কোটাল, ভগমেনে, প্রভৃতি মানুষদের বুঝি যারা বাঙলা ভাষায় কথা বলে। এবং এরা গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে বেশি।

আর অবাঙালি দলিত বলতে বুঝি যাদের বৃটিশ সরকার ভারত থেকে নিয়ে এসেছিল বাংলাদেশে। যেমন-হরিজন, কানপুরি, রবিদা, ডোম, ডোমার, লালবেগী, বাঁশফোড়, বাল্মিকী, বেয়ারা, মালহা, মাদিগা, মাইঠাল, চাকালি, এথলু, কাপুলু, সাচ্চারী, সাকালী, সাবেরী প্রভৃতি। যারা বাঙলা ছাড়াও হিন্দি, জবলপুরি এবং ভোজপুরি ভাষায় কথা বলে। এবং এরা সাধারণত শহরাঞ্চলে বসবাস করে।

বাংলাদেশে এক কোটির অধিক দলিত সম্প্রদায়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশই যুব সমাজ। এই যুব সম্প্রদায়ের বেশির ভাগেরই শিক্ষার মান মাধ্যমিকের মধ্যে। কষ্টে সৃষ্টে যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা চাকরীর অভাবে যাপন করছে বেকার জীবন। আর যারা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত তারা কেউ কেউ বংশগত পেশায় ভিড়ে যায়। কেউ বা দিন মজুরের কাজ করে। বংশগত কারনে দলিত সম্প্রদায় বাঁশ-বেত, তাঁত, মৃৎ ও চামড়াজাত শিল্পসহ নানা কুঠির শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত। এই বিশাল যুব শক্তিকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্পদে পরিনত করা সম্ভব।

সুযোগঃ

জন্মগত ভাবেই দলিত সম্প্রদায়ের যুবরা নানা কাজে পারদর্শী- যেমন বাঁশ ও বেতের কাজ, মাছ ধরা, চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের কাজ। এসব শিল্পের যুগোপযোগী প্রশিক্ষনের মাধ্যমে এই যুব সমাজকে সম্পদে পরিনত করা সম্ভব। বাংলাদেশের যুব মন্ত্রনালয় বিভিন্ন জেলায় কারিগারি যুবকেন্দ্রের মাধ্যমে যুবকদের নানা রকম প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করে থাকে। জনশক্তি মন্ত্রনালয় প্রশিক্ষন দিয়ে বিদেশে শ্রমিক পাঠাচ্ছে। সম্প্রতি দলিত যুবকদের উন্নত প্রশিক্ষনের জন্য ভারতে পাঠানোর বন্দবস্ত করেছে।

সমস্যাঃ

মূলধনের অভাবঃ খুব কম ব্যাংকই দলিত সম্প্রদায়ের যুবদের লোন দেয়। ফলে মুলধনের অভাবে তারা ব্যবসা শুরু করতে পারে না। এ সত্বেও যারা ব্যবসা করে তারা স্থানীয় এনজিও-সমিতি ও মহাজনদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করে। ফলে লাভের সবটাই চলে যায় ঋণ পরিশোধ করতে।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতাঃ খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় ডোম, ডোমার, বাঁশফোড় সম্প্রদায়ের মানুষদের হোটেলে ঢুকে খাবার গ্রহণের সুযোগ নেই। এহেন সামাজিক বৈষম্যের কারণে দলিত যুবারা ব্যবসায় ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না।

বাল্য বিবাহঃ দলিত সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ বিশেষ করে নারীরা বাল্য বিবাহের শিকার হয়। ফলে না পারে এরা শিক্ষিত হতে না পারে কোন কাজে পারদর্শিতা অর্জন করতে। এই কারণে সমাজের যুবদের বড় অংশই বেকার থাকে।

প্রশিক্ষণের অভাবঃ যুগোপযোগী প্রশিক্ষনের অভাবে দলিত যুব সমাজ প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে টিকে থাকতে পারে না।

প্লাষ্টিক শিল্পের দৌরাত্বঃ প্লাস্টিক শিল্পের বিপ্লবের ফলে বাঁশ, বেত ও মৃৎ শিল্প হুমকির পথে।

কর্পরেট কোম্পানি দৌরাত্বঃ এ ছাড়াও রয়েছে কর্পরেট কোম্পানি দৌরাত্ব। মুড়িটাও বিক্রি করতে দেয় না খুচরা ব্যবসায়িদের রক্ত চোষা করপরেট দুনিয়া।

তথ্যের অভাবঃ সরকার যুব মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিনত করার জন্য নানা উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু তথ্যের অভাবে দলিত যুব সমাজ এই সুযোগ গ্রহন করতে পারে না।

বাজারজাতকরণঃ উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও বাজারজাতকরণের সুযোগের অভাবে সঠিক মূল্য পায় না। এছাড়াও রয়েছে মধ্যসত্ব ভোগীর দৌরত্ব।

করনীয়-

১. সহজ শর্তে মূলধনের ব্যবস্থা করতে হবে।

২. তৃণমূল পর্যায়ে দলিত উদ্যোক্তাদের প্লাটফর্ম ও কর্ম পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

৩. চাকরিতে শিক্ষিত দলিত সম্প্রদায়ের কোটার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. সভা-সেমিনারের মাধ্যমে দলিত যুবদের আত্ম বিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে হবে।

৫. সামাজিক অস্পৃশ্যতা কঠোর হাতে দমন করতে হবে।

৬. কারিগরি শিক্ষার প্রসার করতে হবে।

৭. সময় উপযোগী এবং বিভিন্নমুখী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা দরকার।

৮. শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে বাল্য বিবাহ রোধ করতে হবে।

৯. সিটি কর্পোরেশন ও বিসিক-এ দলিত উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে প্লট বরাদ্দ দিতে হবে।

১০. কুটির শিল্প রক্ষায় গবেষণা উন্নয়ণ ও আর্ন্তজাতিকরণ করতে হবে।

১১. সরকারি-বেসরকারি নানা সুযোগ সুবিধার তথ্য দলিত যুবরা যেন সহজে পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. দেশের মধ্যে আন্তঃ জেলার যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

১৩. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার সরকারি মার্কেটে দলিত উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে দোকান বরাদ্দ দিতে হবে।

১৪. জলাশয় ও বিল বাওড়গুলো প্রকৃত মৎসজীবীদের বরাদ্দ দিতে হবে।

১৫. উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহারঃ

উপসংহারে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, বাংলাদেশে বসবাসরত সব থেকে অবহেলিত দলিত জনগোষ্ঠীর যুব সমাজকে উপরোল্লিখিত সুযোগ সুবিধা প্রদান করলে তাদের দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। আর এই দক্ষ জনশক্তি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। কোন জনশক্তির যুব সমাজকে পিছিয়ে রেখে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।